61

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 24 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

রুমাইয়া আশরাফী রুমা

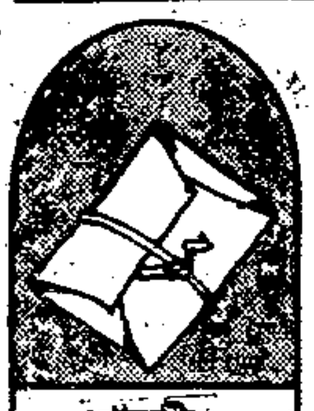

প্রোফাইল

ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই শুধু ভিটামিন হিসেবে নয় বর্তমানে এগুলো কাজ করে সংকেত হিসেবেও। সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞানের ছাত্রী ফারহানা শবনম বললেন, ভিটামিন এ মিনস চোখ মারা, এরূপ বি মিনস ব্যালেন্স অর্থাৎ চোখে চোখে প্রেম। ডি মিনস ডলার অর্থাৎ টাকা। এরকম আরো আছে। এগুলো আমাদের নিজস্ব ভাষা, জাস্ট ফান। অন্য কিছু নয়।

বইয়ের স্বর্গরাজ্য নীলক্ষেতের বাঁ দিকের কোল ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি গার্হস্থ অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটির বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। ৫টি বিষয়ে অনার্স, ডিগ্রি (পাস), মাস্টার্সসহ ইন্টারমিডিয়েট পড়ারও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এরই ক্যাম্পাস জুড়ে রয়েছে মেয়েদের যত্রতত্র আড্ডা, থেকে থেকে দমকা হাসি, হট্টগোল, তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ততা। আর তারই পাশাপাশি এ কলেজের সমস্যা নিয়ে কথা বললেন অনেকেই।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স করছেন ইলোরা জামান মুন্নী। জানালেন, 'আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় টিচার কম।' তার মতে, 'এইচএসসিতে ফেল করা সব ছাত্রী পাস না করা পর্যন্ত নতুন ছাত্রী ভর্তি করা উচিত নয়।'

নাহিদ আক্তার রিলেটেড আর্ট-এর ২য় বর্ষের ছাত্রী। বললেন, 'আমাদের লজ্জাকর বিষয় হচ্ছে কোন প্রিন্সিপালই থাকেন না। আমরা প্রিন্সিপালের নাম বলতে পারি না। নাম জানার আগেই তিনি ট্রান্সফার হয়ে যান অথবা ট্রান্সফার নিয়ে নেন।'

কলেজ সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে চাইল্ডের ছাত্রী ইয়াসমিন উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, 'প্রতিনিয়ত গণ্ডগোল চলছে। লাইব্রেরি, বই, খেলাধূলা, বসার সিট, কলেজ বিল্ডিং প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই। কাজ হচ্ছে কই!'

হলিক্রস থেকে সদ্য পাস করা মেধাবী ছাত্রী মাহবুবা রহমান। পড়ছেন ফুড এন্ড নিউট্রেশনে। তার ভাষ্য, "চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের পৃথক কোন কোটা নেই। একমাত্র বিসিএস ভরসা। যে যেখানে চান্স পাচ্ছে চলে যাচ্ছে। ফলে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত প্রায় সকল ছাত্রী। জরুরিভিত্তিতে সরকারের উচিত চাকরি ক্ষেত্রে কোটা সৃষ্টি করা।"

বিশাখা পাল। এসেছেন বেগমগঞ্জ থেকে। জানালেন, 'আমাদের প্রায় ৫ হাজার মেয়ের জন্য প্রশাসন ভবনে ৪টি জেনারেল বাথরুম রয়েছে। যা বেশিরভাগ সময় থাকে অপরিষ্কার। মানসিকভাবেই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বাথরুম দেয়া উচিত।'

হোম ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী নাঈমা খানমের ভাষ্য, 'কলেজের পরিবেশ ভাল। শিল্পকলা, বস্ত্রসহ প্রায় প্রত্যেক গ্রুপই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। তবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আর একটু বেশি হলে ভাল হয়।'

প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে সাধারণ ছাত্রীদের উপর। বিএসসির ছাত্রী মেহের আফরোজ বললেন, 'আমাদের সমস্যা শোনার মতো কেউ নেই। ফান্ডে টাকা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তারপরও আমরা কেউ চাচ্ছি না এটা আন্দোলনে রূপ নিক। আমরা আপোসে সমস্যার সমাধান চাই। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।'

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কলেজের বর্তমান সমস্যাগুলোর সমাধান করা গেলে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজই একমাত্র ব্যতিক্রম সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।